যায়যায়দিন

6 JAN 2015

পাবিপ্রবিতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ : ভাংচুর, পরীক্ষা স্থগিত

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) ভর্তিচ্ছুক নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল। এ ঘটনায় ৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত ও পাবিপ্রবির ক্যাম্পাসে ক্লাসরুম ভাংচুর ও সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটে। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শনিবারের নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, শনিবার বেলা ১১টার দিকে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি সেশনে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা মৌখিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস রাজাপুরের টিচার্স ট্রেনিং কলেজে উপস্থিত হয়। এ সময় নতুনদের স্বাগত জানাতে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এদিকে নতুনদের স্বাগত জানাতে ছাত্রদলও মিছিল বের করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বাধা দেয়। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদের বাধা না মেনে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণকালে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে।

ছাত্রলীগ নেতারা অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইলিয়াস আহমেদ হিমেল রানাসহ নেতাকর্মীরা শিবিরকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অস্থিতিশীল ও ভাংচুর মূলত ছাত্রদল-শিবিরের কর্মীরাই করেছে। এ সময় তাদের হামলায় ছাত্রলীগের ৫ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগ কর্মী মেহেদী, সবুজকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এদিকে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হিমেল রানা বলেন, পাবিপ্রবিতে কোনো ছাত্রসংগঠনের কমিটি হয়নি। সমর্থকরা অভিনন্দন জানাতে গেলে প্রতিপক্ষের সমর্থকরা তাদের বাধা প্রদান করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে ছাত্রদলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে তিনি দাবি করেন।

স্থানীয়রা জানান, ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধরা দুপুরের দিকে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের রাজাপুরে ঘণ্টাখানেক সড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় উভয় দিকে প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে আনে এবং অবরোধকারীদের

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

সংঘর্ষ : পাবিপ্রবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পাবিপ্রবির ভর্তি কমিটির সদস্য মো. মুনতাসির আহমেদ জানান, মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার সময়ে কিছু ছেলেপেলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে পরীক্ষার্থীরা ভয়ে অন্যত্র চলে যায়। শনিবার পরীক্ষায় ৩০০ জনের মধ্যে ২৪ জনের পরীক্ষা চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ৭ জানুয়ারি বাকিদের পরীক্ষা নেয়া হবে। অফিসিয়ালি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি।